যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

09 2002

ছাত্রদলের নতুন করে গ্রুপিং কোন্দল

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রতিবাদের মুখে ক্যাম্পাস ছাড়তে হল সনি হত্যা মামলার আসামিদের

কমিটি গঠনকে সামনে রেখে ছাত্রদলের গ্রুপিং-কোন্দল নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নেতৃত্ব প্রত্যাশী নেতাকর্মীদের পাশাপাশি চিহ্নিত সন্ত্রাসী, খুনি ও বহিরাগত ক্যাডারদের আনাগোনা বেড়ে চলেছে। সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে গতকাল ক্যাম্পাসে এসেছিল সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বুয়েট ছাত্রী সনি হত্যা মামলার আসামিরা। ছাত্রদলের একটি গ্রুপ শক্তির মহড়া দেখাতে ওই সন্ত্রাসীদের মধুর ক্যান্টিনে নিয়ে গেলে সাধারণ নেতাকর্মীসহ প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের

ছাত্রদল : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৪

ছাত্রদল : নতুন করে গ্রুপিং

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ক্যাডাররা প্রবল আপত্তি তোলে। প্রতিবাদের মুখে তারা ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। নতুন কমিটি গঠনকালে নেতৃত্ব থেকে কারা বাদ পড়বেন তা নিয়েই মূলত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা বিভিন্ন জনের কাছে জোর লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ইতিবাচক ধারার ছাত্র রাজনীতি শুরু করার পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে তাদেরকে নেতাকর্মীরা আর ছাত্রদলে দেখতে চান না। ত্যাগী ও পরীক্ষিত কর্মীদের এই মনোভাব বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় হাওয়া ভবনের কাছেও স্পষ্ট। সেখানে প্রকৃত ছাত্র, অবিবাহিত, যাদের দিয়ে দল চালানো যায় এমন নেতা এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা পালনকারী ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাদের তালিকা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে নিখুঁতভাবে।

সনি হত্যা মামলার আসামি মাসুদ ও ওই মামলায় গ্রেফতারকৃত তারেক গতকাল বেলা ১টায় মধুর ক্যান্টিনে যায়। তাদের সঙ্গে ছিল হারুন, বিপ্লবসহ আরও একজন বহিরাগত ক্যাডার। তারা সবাই সনি হত্যা মামলার প্রধান আসামি টগরের বস বেনজীর টিটুর ক্যাডার। তারা মধুর ক্যান্টিনে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনের সঙ্গে। মধুর ক্যান্টিনে ঢুকে তারা ছাত্রদলের টেবিলে মামুনের পাশে বসে। তাদের দেখে ছাত্রদল কর্মীরা বিস্মিত হয়ে যায়। এ সময় কয়েকজন কর্মী প্রবল প্রতিবাদ জানায়। তর্কাতর্কির একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেন প্রতিবাদ জানালে তারা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়।

নতুন কমিটি ঘোষণার সম্ভাবনা দেখা দেয়ার পর থেকে নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা জোর লবিং-গ্রুপিং শুরু করেছেন। স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু ও সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন কমিটিতে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তারা নিজেরা ছাত্র বলে জোর প্রচার চালানোর চেষ্টা করলেও তারা যে বিবাহিত সেই কথা প্রতিপক্ষ জোর দিয়ে বলছে। তাদের সঙ্গে মঞ্জুর এলাহী, সাগীর আহমদদেরও ছাত্রদল থেকে বিদায় করে দেয়া হবে– সম্প্রতি ছাত্রদলের কর্মিসভায় বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমানের বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন নেতৃত্বের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন, স্থগিত কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল, সুলতান সালাহ উদ্দিন টুকু, শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, স্থগিত কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলীম, হারুনুর রশিদ হারুন ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ। কমিটি গঠনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে প্রতিদ্বন্দ্বী এই নেতারা ততই বিরোধে জড়িয়ে পড়ছেন। ক'দিন ধরে তারা গ্রুপিং আরও চাঙ্গা করে তুলেছেন। তাদের কোন্দলে আবারও ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।